নিয়মিত কলাম

আমেরিকান ডায়েরী

বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী

বদরুল হক

এ বছর ১৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের এক ঘোষণা এসেছে বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্যে। ঘোষণা অনুযায়ী গত বছর সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখ বা এর পূর্বে যারা বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন এবং ২০০৩ সালের মার্চের ২৮ তারিখ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে নিকটবর্তী ইমিগ্রেশন অফিসে এ বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ মার্চ সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এ ঘোষণার আওতায় শুধুমাত্র ভিজিটর, ছাত্র ও অস্থায়ী কাজের পারমিটধারীরা পড়েন। পরবর্তী এক ঘোষণায় রেজিস্ট্রেশনের তারিখ আরো চার সপ্তাহ বাড়িয়ে ২০০৩ সালের ২৮ এপ্রিল করা হয়েছে।

বর্তমান রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচীতে শুধুমাত্র ১৬ বছর বা ততোধিক বয়সের পুরুষদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা ১৯৮৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বা এর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যারা এই কর্মসূচীর আওতাভূক্ত নন তারা হলেন জন্মসূত্রে বা ন্যাচারালাইজড সিটিজেন, স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রীনকার্ডধারী, উদ্বাস্তু, এসাইলী এবং যারা ২০০৩ সালের ১৬ জানুয়ারির পূর্বে এসাইলামের জন্যে আবেদন করেছেন। তাছাড়া এখানে অবস্থানরত কূটনীতিবিদ, তাঁদের পোষ্য এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশীরা এই কর্মসূচীর আওতায় পড়বেন না।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অস্থায়ী বিদেশীদের রেজিস্ট্রেশনকে বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী বলা হয়। এই বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচীতে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তি বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের আশ্চর্য ও অপ্রস্তুত করেছে। বাংলাদেশীদের উপর এই কর্মসূচীর ফলাফল (implication) অনুধাবন এবং তাদের সমস্যা লাঘবের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস দ্রুতগতিতে কিছু উদ্দ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. মোরশেদ ছুটে এসেছেন ওয়াশিংটনে এবং পরামর্শ করেছেন সেক্রেটারী অব স্টেট মি. পাওয়েল ও এটর্নী জেনারেল মি. এ্যাসক্রফট-র সাথে। মি. মোরশেদ জানতে চেয়েছেন বাংলাদেশকে অন্য ২৪টা রাষ্ট্রের, যাদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, সাথে কেন যোগ করা হয়েছে।

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীসহ অন্যান্যরা চেষ্টা করেছেন বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচীর জন্যে বরাদ্ধকৃত বাজেট বন্ধ করতে। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। এ বিশেষ কর্মসূচীর পিছনে টেরোরিজম বন্ধ করে আমেরিকা বা আমেরিকানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যুক্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু অনেকেই বলছেন যে এ কর্মসূচীতে ধর্ম ও বর্ণ নিরপেক্ষতা পালন করা হয়নি। কারণ এই কর্মসূচীতে শুধুমাত্র মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোকে (উত্তর কোরিয়া ছাড়া) টারগেট করা হয়েছে। তাছাড়া এই কর্মসূচী তড়িঘড়ি করে প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং ইমিগ্রেশন বিভাগের অনেক কর্মকর্তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব বন্ধ রেখে বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচীর কাজ দেয়া হচ্ছে। মূলত এটর্নী জেনারেলের অফিস প্রয়োজনীয় স্টাফ, দিক-নির্দেশনা ও সংশি-ষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে রেজিস্ট্রেশন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় ইমিগ্রেশন অফিসগুলো তাঁদের নিজস্ব মতামত অনুযায়ী কাজ করছে। এসমস্ত সমস্যা হয়তো আরো জটিলতর হবে যখন এই রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচীর চতুর্থ দফার সময় অর্থাৎ ২০০৩ সালের মার্চে ইমিগ্রেশন বিভাগ হোমল্যাণ্ড নিরাপত্তা এজেন্সির আওতায় আসবে।

স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন বা চিন্তাভাবনা জাগে। যেমন, বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী কি, সংশি-ষ্ট ব্যক্তিদের উপর এই কর্মসূচীর ফলাফল কি, এই কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী-আমেরিকান ও বাংলাদেশ সরকারের সাড়া কি, এই কর্মসূচীতে বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্ত করার পিছনে চিন্তাভাবনা কি, এই কর্মসূচীর প্রভাব অস্থায়ী বাংলাদেশী অভিবাসী ও বাংলাদেশের উপর কি এবং এই কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় কি – ইত্যাদি দিকগুলো এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

১. বিশেষ রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী ঃ

এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের, বিশেষ করে যারা ভিসার বৈধ সময়ের পরেও এদেশে অবস্থান করছেন তাদের চিহ্নিত করা। যুক্তি হলো যে ভিসা অপব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে টেরোরিস্টদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা সম্ভব। এর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র অস্থায়ী অভিবাসীদের নিয়মিত monitor করেনি। অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ অস্থায়ী অভিবাসীদের অবস্থান নিয়মিতভাবে লক্ষ্য করে থাকে।

যদিও অনেক দেশের লোকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ বা ছাত্র ভিসা পেতে বেশ বেগ পেতে হয়, এদেশে আগমনের পর তাদের অবস্থানের মেয়াদ বা যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ track করার জন্যে কোন নিয়মমাফিক পদ্ধতি গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করা হয়নি। এদেশে বহিরাগতদের tracking করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না থাকার কথা অনুধাবন করা হয় নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথম আঘাতের পর। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act গৃহীত হয়। এই Act-এ এটর্নী জেনারেলকে দু'বছরের মধ্যে বহিরাগতদের track করার জন্যে আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কিত এক স্বয়ংক্রিয় কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রথমত বহিরাগতদের আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কিত সব তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত বৈধভাবে আগমনকারীর অনুমোদিত ভিসার মেয়াদের পরেও এখানে অবস্থান করছে কিনা জানা যাবে।

১৯৯৬ সালের আইন বাস্তবায়নের গতি ছিলো শ-থ। তবে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, প্রতিরক্ষা সংস্থাপন পেন্টাগণ ও ক্যাপিটাল হিল বা হোয়াইট হাউসকে উদ্দেশ্য করে টেরোরিস্ট আক্রমণের ঘটনার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে ১৯৯৬ সালের আইনকে জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্যে বাধ্য করে। আমেরিকার বর্তমান সরকার টেরোরিজমের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সাথে সাথে ভিসার মেয়াদ অমান্য করে যারা এখানে থাকছে তাদের চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা

চলছে। সরকারের ধারণা যে ভিসার মেয়াদ ও উদ্দেশ্য অমান্যকারীদের অনেকে ভবিষ্যতে এখানে ধ্বংসাত্মকমূলক কার্যকরাপে জড়িত হতে পারে।

২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ইমিগ্রেশন বিভাগ বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৪৫টা দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের নিয়মিতভাবে রেজিষ্ট্রার করছে। এখানে অবস্থানকালে তাদের ঠিকানা পরিবর্তনের ১০ দিনের মধ্যে নতুন ঠিকানা ইমিগ্রেশন বিভাগকে জানাতে হচ্ছে। ২০০২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ লোক ইমিগ্রেশন বিভাগের সাথে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করেছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৫ সালের মধ্যে সকল দেশের নাগরিকদের, যারা আমেরিকাতে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে আসবে, রেজিষ্ট্রার করতে হবে। ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত National Security Entry-Exit Registration System চালু করা হয়। তবে এখানে অবৈধভাবে অবস্থানকারীরা ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে গৃহীত Entry-Exit-পদ্ধতির আওতায় পড়েনি। এদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে এবং এই কর্মসূচী বিভিন্ন দফায় কার্যকর করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত যে ২৫টা দেশ এর আওতায় এসেছে একমাত্র উত্তর কোরিয়া ছাড়া আর সবক'টি দেশই মুসলমান অধ্যুষিত দেশ।

বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচী ২০০২ সালের শেষের দিকে শুরু হয় এবং প্রথম দফায় ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সুদান ও সিরিয়া'র লোকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিবেচনায় এসব দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপে জড়িত হবার প্রবণতা বেশী বলে ধরা হচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় যে ১৩টি দেশের নাগরিকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো আফগানিস্থান, আলজেরিয়া, বাহরাইন, ইরিত্রিয়া, লেবানন, মরক্কো, ওমান, উত্তর কোরিয়া, কাতার, সোমালিয়া, তিউনেশিয়া, ইউনাইটেড আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন। তৃতীয় দফায় পাকিস্তান ও সৌদী আরব এবং চতুর্থ দফায় বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, জর্দান ও কুয়েতকে এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এসব দেশের নাগরিকরা ইমিগ্রেশন অফিসারের সম্মুখীন হবার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে নিতে হবে। এসব কাগজপত্রের মধ্যে আছে পাসপোর্ট ও I-94 ফরমসহ ভ্রমণ সংশি-ষ্ট অন্য যে কোন ডকুমেন্ট। আরো থাকতে পারে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্র, বাসস্থান সম্পর্কিত কাগজ যেমন ক্রয় করা জমি/বাড়ীর মালিকানা স্বত্ব বা ভাড়া বাড়ীর চুক্তিপত্র। প্রযোজ্য হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া ডিগ্রির সনদপত্র এবং চাকুরির প্রুফও উপস্থাপন করতে হবে। কেউ যদি বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অবস্থান করে, তাকেও প্রমাণ স্বরূপ নিজের নাম-ঠিকানা সম্বলিত ডাক-বিভাগের পোস্ট মার্ক করা ইনভেলাপ নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া ইমিগ্রেশন অফিসার আরো অন্যান্য কাগজপত্র দাবী করতে পারেন।

শপথনামা করে ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং অফিসার এসব উত্তর রেকর্ড করবেন। সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি নেয়া হবে। পরবর্তী কোন ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত প্রথমবার রেজিষ্ট্রেশনের বর্ষপূর্তির দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে প্রতিবছর এই রেজিষ্ট্রেশন চালিয়ে যেতে হবে। অধিকন্তু, AR-11 ফরম পূরণ করে ঠিকানা পরিবর্তনের ১০ দিনের মধ্যে নতুন ঠিকানা ইমিগ্রেশন অফিসে জমা দিতে হবে। ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্যাদি নিয়মমতো জানাতে ব্যর্থ হলে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং ব্যক্তিকে ডিপোর্ট করা হতে পারে।

অন্যান্য দেশের নাগরিকদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্নগুলো হলো মূলত নাম, নাগরিকত্ব, জন্মস্থান, জন্মতারিখ, আমেরিকাতে ভ্রমণের উদ্দেশ্য, নিজ দেশে শেষ বা সাম্প্রতিক ঠিকানা, সোশাল সিকিউরিটি নম্বর, আমেরিকান ভিসা প্রদানের স্থান ও তারিখ এবং পাসপোর্ট নম্বর। পাকিস্তানী ও অন্যন্য দেশের লোকদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার সাথে জড়িত আরো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার প্রতি আনুগত্য, এখানে অবস্থানের কারণ, কোন বিশেষ গ্রুপ বা ধর্মীয় কার্যকলাপে টাকা প্রদান এবং মসজিদে যাতায়াত করার তথ্যাদি।

২. অস্থায়ী অভিবাসনকারীদের জন্যে ফলাফল ঃ

যারা রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীর আওতায় পড়েছেন, তাদেরকে পূর্ব নির্ধারিত সময় ও স্থানে ইমিগ্রেশন কর্ম কর্তার সামনে উপস্থিত হতে হবে (http://groups.yahoo.com/group/bafi/message/234)। যারা রেজিষ্ট্রেশন করতে ব্যর্থ হবেন, তাদেরকে জরিমানা বা ডিপোর্ট করা হতে পারে এবং তাদের adjustment of status দরখাস্ত বাতিল হতে পারে। তবে রেজিষ্ট্রেশন ডেডলাইন মিস্ করার কারণ ব্যাখ্যা করে যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা হয়, তাহলে ইমিগ্রেশন সার্ভিস (বিলম্বিত) রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ও সরবরাহকৃত কাগজপত্র প্রমাণ করবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রেজিষ্ট্রেশনকে অবজ্ঞা করেনি।

রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রথম দিকের দফায় ইমিগ্রেশন সার্ভিস বেশকিছু ব্যক্তিকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আটকিয়ে রেখেছিলো। এরা কেউ কেউ বিশ্বাস করছিলো যে তাদের এখানে থাকার বৈধ স্ট্যাটাস ছিলো। আটককৃত অনেকেই ডিপোর্ট করার মতো এবং তাদেরকে deportation proceedings-এ আনা হতে পারে। যারা তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নিয়ে নিশ্চিত নয়, তারা ইমিগ্রেশন উকিলের পরামর্শ নিতে পারেন। যারা ভিসার মেয়াদ ইত্তীর্ণ হবার পরেও এদেশে অবস্থান করছেন – তাদের জন্যে লিগ্যাল পরামর্শ নেয়া দরকার।

যদিও বাংলাদেশী আমেরিকানরা অপেক্ষাকৃতভাবে আমেরিকাতে নতুন, তাঁরা শিক্ষা, পেশা ও পারিবারিক আয়ের ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন (http://www.bafi.org/communityprofile.html)। এদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশীদের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানা না থাকলেও ধারণা করা হচ্ছে যে প্রায় ২৩০,০০০ বাংলাদেশী আমেরিকানদের অনেকেই বৈধ কাগজপত্র ছাড়া আছেন। এরা ছাত্র এবং ভ্রমণ ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরেও এদেশে বসবাস করছেন। এদের অনেকেই বাড়ী ও ব্যবসার মালিকানা নিয়ে ভালোভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। ক্ষেত্র বিশেষে এদের অনেকেই বাংলাদেশে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আজকাল আর তেমন যোগাযোগ রাখছেন না।

এ কথা অবিদিত নয় যে, অনেক ইমিগ্রেশন উকিল ফি ছাড়া পরামর্শের ইংগিত দিয়েও পরামর্শের পরে বিরাট অংকের লিগ্যাল ফি দাবি করেন। একজন আইনবিদ, যিনি তার ক্লায়েন্টের সাথে ইমিগ্রেশন অফিসে যান, সাধারণত ৬০০ ডলার ফি নিয়ে থাকেন। তবে রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীর সময় এর কম ফি দিয়েও আইনবিদ পাওয়া সম্ভব। বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় Asian Pacific American Legal Resource Center-অভিবাসীদের লিগ্যাল পরামর্শ পেতে সাহায্য করে। এই হটলাইন (ফোন : ২০২-৩৯৩-৩৫৭২) বহুভাষায় সার্ভিস দেয় এবং এ কেন্দ্র সোম থেকে শুক্রবার EST সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সাধারণত টেলিফোনে অভিবাসীর প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে এই অফিস একজন ইমিগ্রেশন আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে। এই হটলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আইনজীবী প্রাথমিক পরামর্শের জন্যে ৫০ থেকে ১৫০ ডলার (কেসের জটিলতার উপর নির্ভর করে) ফি নিয়ে থাকেন। অনেক আইনজীবী অতিরিক্ত ১৫০ থেকে ২৫০ ডলার ফি নিয়ে ক্লায়েন্টের সাথে ইমিগ্রেশন অফিস পর্যন্ত যান। নিউইয়র্ক এলাকায় Asian American Legal Defense and Education Fund (ফোন : ২১২-৯৬৬-৬০৩০, এক্সটেনশন ২০১) সংস্থাকে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অন্যান্য এলাকার লোকদের জন্যে Council on American Islamic Relations (CAIR)–সংস্থা সাহায্যে আসতে পারে (http://

www.cair-net.org)। কিছু কিছু CAIR অফিস (উলে-খযোগ্য নিউইয়র্ক অফিস) সংশি-ষ্ট অনেক পরিবারকে আর্থিক সাহায্যও প্রদান করে থাকে।

৩. বাংলাদেশের জন্যে ফলাফল কি?

বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্যে বর্তমান বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এমনটা হতে পারে যে বৈধদ কাগজপত্রহীনদের অনেকেই স্বেচ্ছায় আমেরিকা ত্যাগ করবেন বা অনেককেই ডিপোর্ট করা হতে পারে। এমনি করে আমেরিকা ত্যাগের ঘটনা সংশি-ষ্ট পরিবার ও বাংলাদেশের উপর বেশ প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে পায়। সৌদী আরবের (প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার) পরেই আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাদেশীরা বছরে গড়ে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠান। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অনেক বাংলাদেশীর পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে বসবাস করছেন। আয়ের উৎস বন্ধ হওয়ায় আমেরিকা ত্যাগকারীদের পরিবারগুলো অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়বে। তাছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কমে যাবে।

বাংলাদেশীদের আমেরিকা ত্যাগের ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলবে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অনেক সমর্থক মনে করেন যে বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীতে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তির পিছনে বিরোধী দল দায়ী। বিরোধী দলের নেত্রী দেশে এবং বিদেশে বলে বেড়াচ্ছেন যে বাংলাদেশ 'তালেবান দেশ' হয়ে যাচ্ছে। এই যুক্তির পিছনে দেখানো হচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের মন্ত্রী পরিষদে দুটা ইসলামিক পার্টির সদস্য রয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত Mary Ann Peters-বলেছেন যে বাংলাদেশ তালেবান বা আল কায়দারের জন্যে hotbed নয়। আওয়ামী লীগ নেত্রীর তালেবান সম্পর্কিত উক্তি ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীর আওতায় আসতো। তাছাড়া, বাংলাদেশের বেশ কিছু উদারপন্থী লেখক জাতীয় রাজনীতির ক্রমবর্ধমান ইসলামীকরণের কথা উলে-খ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে তালেবান বা অতালেবান যুক্তি তর্ক যাই-ই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীতে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তি রদ করা সম্ভব ছিলো না।

৪. বাংলাদেশী আমেরিকান ও বাংলাদেশ সরকারের সাড়া

বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন কর্মসূচীতে বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত সাঈদ হাসান আহমেদ তাঁর স্টাফদের নিয়ে এগিয়ে এসেছেন উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে। তিনি এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্সুলেটের কনসাল জেনারেল বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউইয়র্ক এলাকায় স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দদের উৎসাহ দিয়েছেন জোড়ালো নাগরিক সংগঠন গড়ে তুলতে। এসব নাগরিক জোট বা সংগঠন বাংলাদেশীদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। তাছাড়া দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশী অধ্যুষিত বেশ কিছু এলাকা (আটলান্টা, বোকা রেটন, শিকাগো, ডালাস, হিউস্টন, ডেট্রয়েট, লস এঞ্জেলেস, প্যাটারসন ইত্যাদি) সফর করেছেন। আটলন্টিক সিটি ও সানফ্রান্সিসকোতে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলাদেশী আমেরিকান, দক্ষিণ এশিয়ান, প্যান এশিয়ান ও মুসলিম সংগঠনগুলো রাষ্ট্রদূতের কর্মতৎপরতার সাথে যোগ দিচ্ছে। তাছাড়া যাদের লিগ্যাল পরামর্শ দরকার বা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বণ্ডমানি প্রদানে অপারগ, তাদের সাহায্যের জন্যেও মাননীয় রাষ্ট্রদূত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর্থিকভাবে শিকাগো কমিউনিটি স্বচ্ছল হলেও অন্যান্য কমিউনিটের জন্যে হয়তো আর্থিক সাহায্য লাগতে পারে। অনেকে আশা করছেন যে বাংলাদেশ সরকার লিগ্যাল পরামর্শ বা বণ্ডমানির জন্যে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তবে এসব আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ-আমেরিকান কমিউনিটি এবং বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারে যার মূল উদ্দেশ্য হবে যে পাকিস্তানী বা আরবদের মতো বাংলাদেশীরা যেন গণআটকের শিকার না হয়। গণআটক ভুক্তভোগীদের মাঝে আমেরিকার প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। যদিও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, তবে মনে হয় গণআটকের মতো ঘটনা হবার কোন ইংগিত নেই। আরো আশার কথা যে বাংলাদেশ কংগ্রেসনাল ককাসের দ্বৈত চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান Crowely এবং Pallone এটর্নী জেনারেলের কাছে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশকে বিশেষ রেজিষ্ট্রেশনে অন্তর্ভূক্তির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে (http://groups.yahoo.com/group/bafi/message/236)।

পরিশেষে আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যাতে কংগ্রেসনাল শুনানী ও বৈধ কাগজপত্রহীনদের জন্যে special adjustment অর্জন করা সম্ভব হয়। এই প্রচেষ্টা অন্যান্য ethnic গ্রুপের সাথে সমন্বিত করতে হবে এবং সম্মিলিত চেষ্টায় কংগ্রেস (হাউস ও সিনেট) ও হোয়াইট হাউসের দৃষ্টি ও সমর্থন পেতে হবে। তাছাড়া, স্বেচ্ছা-ত্যাগ বা ডিপোর্টেশন উদ্ভুত অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের ঋণ মওকুফ করার সুপারিশ করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন আমেরিকার জাতীয় পর্যায়ে এক প্রতিষ্ঠিত কর্মসূচী। এই কর্মসূচী সবাইকে মানতে হবে। না মানার ফলাফল হিসাবে ডিপোর্টেশন, আটক এবং ভবিষ্যতে আমেরিকাতে পুনরায় না আসতে পারার শংকা রয়েছে। তবে বাংলাদেশী আমেরিকান ও বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা হওয়া উচিৎ এই বিশেষ রেজিষ্ট্রেশনে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। এই সাহায্য কার্যক্রম আমেরিকাতে বসবাসরত অন্যান্য ethnic গ্রুপের সাথে সমন্বিত করতে পারলে হয়তো আরো ফলপ্রসু হবে। ❑

অনুবাদ ঃ জিয়ারত হোসেন
ওয়াশিংটন ডিসি
ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০০৩।

'পড়শী'তে লেখা পাঠাবার নিয়ম

- **উত্তর আমেরিকায় অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে**
- **অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হবে না**
- **লেখা ই-মেইল, ডাক অথবা ফ্যাক্সে পাঠাতে পারেন**

যোগাযোগ :

editors@porshi.com
e-fax : 707-988-0328